ইউনিট ১৬

জনসংখ্যা (Population)

ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়ার অন্যতম জনবহুল দেশ। বর্তমানে এদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। আয়তনের তুলনায় এই জনসংখ্যা এদেশের ধারন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী। বিপুল সংখ্যক এই জনসংখ্যার চাপে দেশ ক্রমে পিছিয়ে পড়ছে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থেকে। এর একমাত্র কারন জনসংখ্যা এদেশের জন্য সম্পদে পরিণত না হয়ে আপদে পরিণত হয়েছে। দক্ষতা, প্রযুক্তিজ্ঞান এবং শিক্ষার অভাবে এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ দেশের অর্থনীতির উপর বোঝা হয়ে ভর করেছে। ফলে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। এমতাবস্থায় অবদান রাখতে প্রয়োজন এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই ইউনিটে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পাঠ- ১৬.১ ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বন্টন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশে জনসংখ্যার বন্টন সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ বলতে পাবেন;
- জনসংখ্যা বন্টনের নিয়ামক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি

আয়তনের তুলনায় বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা অনেক বেশী। তবুও এদেশে জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে তাই সরকার পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বর্তমান বৃদ্ধি হারও অপ্রত্যাশিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে প্রত্যাশিত সফল্য এখনও আসেনি। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানামুখী সমস্যা, ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকান্ড। যে সব কারনে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেগুলো এখন আমরা আলোচনা করব।

১৬.১.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

কি কি কারনে এদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) **উচ্চ জন্মহার ঃ** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারন উচ্চ জন্মহার। নানা কারনে এদেশের জন্মহার পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় বেশী হওয়ায় জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(২) **মৃত্যুহার হ্রাস ঃ** চিকিৎসা বিজ্ঞানে পূর্বের তুলনায় উন্নতি লাভ করায় বাংলাদেশে মৃত্যুহার কমে গেছে। এর ফলে একদিকে অধিক জন্ম এবং অন্যদিকে কম মৃত্যুর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৩) **অভিগমন ঃ** বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও এখান থেকে অভিগমন -এর সংখ্যা তেমন বেশী নয়। অন্যান্য দেশ থেকেও অল্প সংখ্যক লোক এদেশে আসে। বিদেশে অভিগমনের হার অধিক না হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলত: উপরোক্ত তিনটি কারনে এদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে একাধিক নিয়ামক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। এর মধ্যে জন্মহার বৃদ্ধির নিয়ামক গুলোকেই প্রধানত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী করা হয়। নীচে জন্মহার বৃদ্ধির নিয়ামক গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এগুলোকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামকও বলা হয়।

১৬.১.২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামকসমূহ

(১) **শিক্ষার অভাব ঃ** শিক্ষার অভাবে এদেশের মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই অধিক হারে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। এর ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

(২) **বাল্যবিবাহ ঃ** অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারনে এদেশের পিতামাতা বা সন্তানদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে থাকেন। এর ফলে অধিক সন্তানের জন্ম হয় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(৩) **বহু বিবাহ ঃ** একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে। এর ফলে বেশী সংখ্যক সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(৪) **জলবায়ু ঃ** বাংলাদেশের জলবায়ু গ্রীষ্ম প্রধান হওয়ায় শীত প্রধান অঞ্চলের তুলনায় এখানকার মায়েদের সন্তান ধারনের ক্ষমতা বেশী। এর ফলে এরা অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(৫) **খাদ্য-ভাস ঃ** গবেষনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য মানুষের প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য যেমন ভাত, আলু, গম ইত্যাদি বেশী খায় বলে এদের প্রজনন ক্ষমতাও বেশী। ফলে তারা অধিক সন্তান সন্ততি জন্ম দিয়ে থাকেন।

(৬) **দরিদ্রতা ঃ** চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী দারিদ্র বা অভাবযুক্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা বেশী। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। এর ফলে তাদের মধ্যে প্রজনন হার বেশী এবং সন্তান সন্ততির সংখ্যাও বেশী।

(৭) **মৃত্যুহার হ্রাস ঃ** চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি হওয়ায় এদেশের জনসংখ্যা মৃত্যুহার কমে গেছে। এর ফলে সাথে সাথে শিশু মৃত্যুর হারও কমে যাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে যাচ্ছে।

(৮) **চিত্তবিনোদনের অভাব ঃ** এদেশের গরীব জনসাধারনের চিত্তবিনোদনের কোন সুব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এর ফলে তারা বিবাহিত জীবনকেই চিত্তবিনোদনের একমাত্র ব্যবস্থা হিসেবে মনে করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এটিও একটি অন্যতম কারন।

(৯) **জন্মনিয়ন্ত্রন সম্পর্কিত ধারনা ঃ** বাংলাদেশের অনেক মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক কারনে জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতিকে গ্রহন করতে চায় না। এর ফলে অধিক সন্তান গ্রহন করে এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(১০) **বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা ঃ** বাংলাদেশের অনেক পিতামাতা বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা হিসেবে সন্তান সন্ততির উপর নির্ভর করে। এজন্য তারা অধিক হারে সন্তান গ্রহন করে। এছাড়াও পুত্র সন্তান লাভের আশায় অনেকে একাধিক সন্তান গ্রহন করে।

উপরোক্ত নিয়ামক সমূহ কোন না কোনভাবে এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরন দূর করতে হলে এসকল সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন।

১৬.১.৩ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল

কোনদেশে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হলে তখন ঐ জনসংখ্যা দেশের জন্য বোঝা স্বরূপ হয়ে পড়ে এবং নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল মূলত: জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল আকারে প্রকাশ পায়। নীচে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফলগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(১) **খাদ্যের অভাব ঃ** বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, খাদ্য উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। এর ফলে খাদ্যের চাহিদা পুরন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ খাদ্য অভাবে জর্জরিত। এসব লোকের খাদ্যের অভাব দূর করতে সরকার ও জনসাধারনকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

(২) **বাসস্থানের সমস্যা ঃ** অধিক জনসংখ্যার ফলে অধিক বাসস্থানের প্রয়োজন। বাংলাদেশের আয়তন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি না পাওয়ায় বাসস্থান নিয়েও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আর এর প্রভাবে কৃষিজমি বাসস্থানে পরিনত হচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে। আবার অনেক পরিবার শহর অঞ্চলে পাড়ি দিয়ে সেখানে বাসস্থানের সংকট তৈরী করছে।

(৩) **শিক্ষার অভাব ঃ** অধিক জনসংখ্যার কারনে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গরীব বাবা মায়ের সন্তানেরা লেখাপড়া করতে পারছে না অর্থাভাবে। এর ফলে সমাজের বিরাট একটা অংশ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে।

(৪) **চিকিৎসার অভাব ঃ** জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে জনসংখ্যার বিরাট অংশ চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলের জনসাধারন এই সমস্যা বেশী ভোগ করে থাকে।

(৫) **বেকার সমস্যা ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধি সাথে সাথে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে না। এর ফলে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং ক্রমে তা প্রকট আকার ধারন করছে। বেকার সমস্যার থেকেও সমাজে নানা ধরনের সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। ফলে বাড়তি জনসংখ্যা এদেশের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৬) **বৈদেশিক ঋন ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ঃ** অধিক জনসংখ্যার ফলে দেশে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। জনসাধারনের মৌলিক চাহিদা পুরন করতে তাই নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশী ঋন ও সাহায্যের উপর। এর ফলে দেশের অর্থনীতির ভীত সুদৃঢ় হচ্ছে না।

(৭) **কৃষি জমির বিভক্তা ও হ্রাস ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নতুন করে বসতি স্থাপনের জন্য কৃষিজমি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে কৃষি জমির পরিমান কমে যাচ্ছে এবং উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া পরিবারের সদস্যদের মধ্যে জমি ভাগাভাগির ফলে জমির অন্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৮) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত ঃ** উপরে বর্নিত সকল সমস্যাই একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের এই সমস্যাগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করছে যার মূলে রয়েছে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।

১৬.১.৪ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে এদেশের জন্য অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে। অধিক জনসংখ্যার ফলে এদেশ সম্মুখীন হচ্ছে নানা সমস্যার যা উপরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এসব সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজন আশু সমাধান। নীচে এসব সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যায় আলোচনা করা হলঃ

(১) **শিক্ষার প্রসার ঃ** প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এর ফলে মানুষ পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সচেতন হবে এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি কমে আসবে।

(২) **জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন ঃ** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ মাত্র কয়েকজন শিল্পপতি বা ধনী শ্রেণীর হাতে চলে যায়। সমাজের অধিকাংশ মানুষ এর ফলে অর্থাভাবে দারিদ্র জীবন যাপন করে যার পরোক্ষ প্রভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ কল্পে জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন প্রয়োজন।

(৩) **জন্মনিয়ন্ত্রন ঃ** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারন উচ্চ জন্মহার। এই জন্মহার কমিয়ে আনলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনেকাংশে কমে আসবে। আর এরজন্য প্রয়োজন জন্ম নিয়ন্ত্রন। আমাদের দেশে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রন -এর উপর নানা পদক্ষেপ গ্রহন করা হলেও এই পদক্ষেপগুলো আজও আশানুরূপ ফলপ্রসু হয়নি। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

(৪) **বাল্যবিবাহ বন্ধ ঃ** বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারন। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ করতে বাল্যবিবাহ প্রথা বন্ধ করতে হবে। এর জন্য ব্যাপক সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।

(৫) **জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঃ** নিম্নজীবন যাত্রার মান পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রভাব রাখে। অশিক্ষা, দারিদ্রতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি দূর করে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনেকাংশে কমে আসবে।

(৬) **চিত্তবিনোদনের সুযোগ বৃদ্ধি ঃ** এ দেশের বেশীরভাগ লোক দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। এই শ্রেণীর মানুষের চিত্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধা খুবই কম হওয়ায় তারা বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহ প্রথার প্রতি আকৃষ্ঠ হয়। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। এই শ্রেণীর মানুষের জন্য চিত্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হবে।

(৭) **গনসচেতনতা বৃদ্ধি ঃ** জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল সম্পর্কে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে অবহিত হলে মানুষ অধিক সন্তান গ্রহন করা থেকে বিরত থাকতে পারে। এর ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কমে আসবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারন কয়টি?

ক) ১টি খ) ৩টি

গ) ৬টি ঘ) ৫টি

২। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা

ক) আর্শিবাদ স্বরূপ খ) অভিশাপ স্বরূপ

গ) নেতিবাচক ঘ) পরিমিত

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামক সমূহ বর্ণনা করুন।

২। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করুন।

পাঠ- ১৬.২ ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বন্টন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের জনসংখ্যার বন্টন সম্পর্কে ধারণা পাবে এবং
- জনসংখ্যার বসতির তারতম্যের কারণ জানতে পারবেন।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। আয়তনের তুলনায় বিপুল জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত এই দেশে জনসংখ্যা সর্বত্রই সমানভাবে বসবাস করে না। কোথাও কম ঘন বসতি, কোথাও বেশী ঘন বসতি আবার কোথাও পাতলা বসতি দেখা যায়। এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৭৫০ জন। বাংলাদেশের বর্তমান (২০০৪) জনসংখ্যা প্রায় ১৩.৫ কোটি। এই বিপুল জনসংখ্যা এদেশে কিভাবে বসবাস করছে তার একটা চিত্র আমরা এখন তুলে ধরার চেষ্টা করব।

১৬.২.১ ঘনত্ব অনুসারে জনসংখ্যার বন্টন

আমরা আগেই জেনেছি বাংলাদেশের জনসংখ্যার বসতির ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির উপর জনসংখ্যার বসতি নির্ভর করে। এসব উপাদানের উপর নির্ভর করে ঘনত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনবসতিকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে জনসংখ্যার বন্টন দেখানো হল।

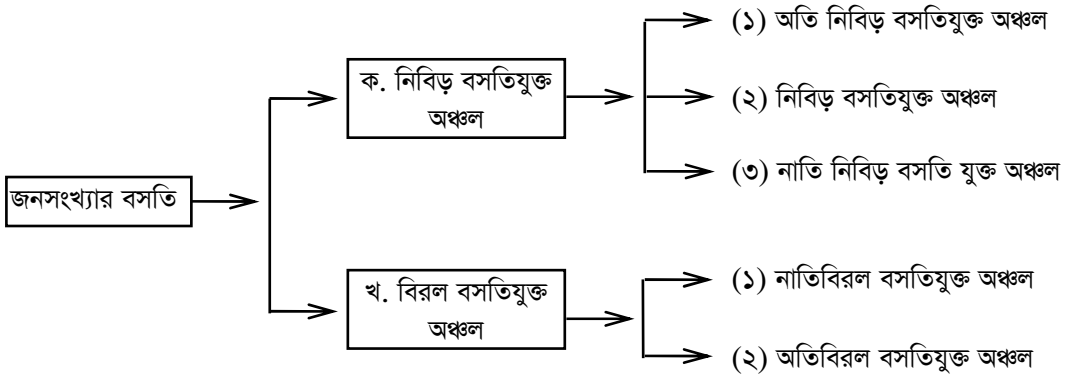

জনসংখ্যার বন্টন সম্পর্কে নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

ক. নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল ঃ বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বাধিক সে সকল অঞ্চলকে নিয়ে এই নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের মধ্যে ঘনত্বের তারতম্যের ভিত্তিতে এই অঞ্চলকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। নীচে এই তিন ভাগের বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) অতি নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল ঃ ঢাকা এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এই অঞ্চরে প্রতিবর্গমাইলে গড়ে ১,৫০০ জনেরও বেশী লোক বাস করে। তবে ঢাকা শহরে জনবসতির ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। ঢাকার সূত্রাপুর, কোতয়ালী এবং লালবাগ থানায় জনবসতি খুবই ঘন। এখানে প্রতিবর্গ মাইলে প্রায় যথাক্রমে ১,৪৫,০০০, ১৫,২৫০ এবং ৪৫,০০০ লোক বাস করে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর মধ্যে নারায়নগঞ্জ, নরসিংদি, কুমিল্লা, চাঁদপুর, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জ এই এলাকার অর্ন্তভুক্ত।

এ অঞ্চলের, জলবায়ু, মৃত্তিকা, যোগাযোগ ব্যবস্থা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারতা, শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি কারনে জনবসতির ঘনত্ব বেশী।

(২) নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল ঃ অতি নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চলের পরই এই অঞ্চলের অবস্থান। চট্টগ্রাম, পাবনা, টাঙ্গাইল, বগুড়া, নোয়াখালি, কুষ্টিয়া, ফেনী, লক্ষীপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর জেলা। এই অঞ্চলের অর্ন্তগত বাস করে। এই অঞ্চল সমূহের মাটি উর্বর এবং কৃষি কাজের সুযোগ সুবিধা থাকায় জনবসতির ঘনত্ব বেশী। এছাড়া নদ, নদীর সান্নিধ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক কারনেও এখানে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে।

(৩) নাতিনিবিড় খাতযুক্ত অঞ্চল ঃ কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, যশোর, ঝিনাইদহ এবং রাজশাহী জেলা। এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৭৫০ থেকে ৮০০ লোক বাস করে। এ অঞ্চল সমূহ ব্যবসা বাণিজ্য এবং কল-কারখানায় তেমন উন্নত না হওয়ায় জনবসতি একটু কম। এ অঞ্চলের নদীগুলো মৃত প্রায় এবং বৃষ্টিপাত ও কম হয় ফলে কৃষি উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম। তবে বর্তমানে এই এলাকা কৃষিকাজে কিছুটা উন্নতি লাভ করেছে।

খ. বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল

বাংলাদেশের যে সকল স্থানে জনবসতি কম সেসব এলাকা গুলোকে নিয়ে বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল গঠিত। জনসংখ্যার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এই অঞ্চলকে প্রধানত: দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) নাতিবিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল ঃ দিনাজপুর, সিলেট, পটুয়াখালি এবং বৃহত্তর খুলনা জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। বনভূমি, পাহাড়ী এলাকা, হাওর এবং অনুর্বর ভূমি বিদ্যমান থাকায় এসব এলাকায় জনবসতি কম। এছাড়া দেশের অন্যান্য ঘনবসতিপূর্ন এলাকা সমূহের তুলনায় এই এলাকায় কৃষিকাজও তেমন উন্নত নয়। সম্প্রতিককালে বৃহত্তর খুলনা জেলায় চিংড়ি চাষের উন্নয়ন স্থানান্তর হতে দেখা যাচ্ছে। তবে তার পরিমানও তেমন বেশী নয়। এই অঞ্চলে প্রতিবর্গমাইলে ৪০০-৭৫০ জন লোক বাস করে।

(২) অতিবিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল ঃ এই অঞ্চল তুলনামূলকভাবে প্রায় জনহীন অঞ্চল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ী এবং বনভূমি এলাকা মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং সুন্দরবন এলাকা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের প্রতিবর্গ মাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব গড়ে ২৫০ জনেরও কম। তন্মধ্যে পাহাড়ী জেলা রাঙ্গামাটিতে গড়ে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে বাস করে ৪৭ জন, বান্দরবানে ৫৪ জন এবং খাগড়াছড়িতে ১০৭ জন। সুন্দরবন এলাকা প্রায় জনশূন্য।

চিত্র ১৬.১ ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বন্টন

১৬.২.২ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল গঠিত হবার কারণসমূহ ঃ

নিম্নলিখিত কারণসমূহের প্রভাবে বাংলাদেশের কতিপয় অংশ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

১. **ভূ-প্রকৃতি ঃ** ভূ-প্রকৃতি ওপর জনসংখ্যার ঘনত্ব বহুলাংশে নির্ভরশীল। নিম্ন সমতল ভূমিতে জীবিকা নির্বাহ, রাস্তা-ঘাট ও বাসগৃহ নির্মাণ সহজতর বলে বাংলাদেশের সমভূমি অঞ্চল জনবসতি অধিক ঘন হয়েছে।

২. **মৃত্তিকার উর্বরতা ঃ** উর্বর মৃত্তিকার প্রভাবেও বাংরাদেশের উপরোক্ত অঞ্চলটি ঘনবসতিপূর্ণ হয়েছে। মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি ফসল বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। এ কারণে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদীর অববাহিকার সমতল ভূমিতে লোকবসতির ঘনত্ব অধিক।

৩. **জলবায়ু ঃ** উপরোক্ত অঞ্চলের জলবায়ুতে বসতি এবং জীবিকা অর্জন সহজতর বলে তথায় জনবসতি অধিক।

৪. **বৃষ্টিপাত ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। বৃষ্টিপাত কৃষিকার্যের প্রধান সহায়ক। সাধারণত পরিমিত, নিশ্চিত ও সময়োপযোগী বৃষ্টিপাত হয় বলে বাংলাদেশের কতিপয় অংশে অধিক ফসল উৎপন্ন এবং জীবিকা অর্জন সহজতর হয়্মা ও যমুনা নদীর পশ্চিম দিক অপেক্ষা পূর্বদিকে বার্ষিক বৃষ্টিপাত অধিক হয় বলে এ নদী দুটির পশ্চিমদিকের জেলাগুলো অপেক্ষা পূর্বদিকের জেলাগুলোতে লোকবসতি অধিক ঘন। এ কারণে সাবেক কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর অপেক্ষা পূর্বদিকের সাবেক ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, জামালপুর প্রবৃতি জেলায় জনবসতির ঘনত্ব অধিক।

৫. **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ** যাতায়াত ব্যবস্থার ওপরও জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে। দেশের উপরোক্ত অঞ্চলে সুবিধাজনক নদীপথ, রেলপথ ও সড়কপথ থাকায় জনবসতির ঘনত্ব অনেক বেশি।

৬. **শিল্পোন্নয়ন ঃ** শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলোতে মানুষের কর্মসংস্থান হয় বলে সেখানে লোকের ভিড় জমে। তাই ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহর এবং এদের পার্শ্বপর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক।

৭. **ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঃ** ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ওপরও জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভরশীল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত এলাকাগুলোতে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ-সুবিধা অধিক থাকায় সেখানে লোকবসতি ঘন হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর প্রভৃতি শহরে জনবসতির ঘনত্ব অধিক হবার এটিও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

১৬.২.৩ ঃ বাংলাদেশের কম জনবসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহ

বাংলাদেশের বান্দরবন, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি জেলায় এবং সুন্দরবন এলাকায় অতি কম জনবসতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, চট্টগ্রাম, সাবেক সিলেট জেলার পাহাড়িয়া এলাকা, গাজীপুরের ভাওয়ালের গড়, ময়মনসিংহ ও টাংগাইলের মধুপুরের গড়, উপকূলীয় দ্বীপ ও চর অঞ্চল এবং বিল ও হাওড় এলাকায় জনবসতি অতি বিরল।

(ক) অতি বিরল বা খুব কম বসতিযুক্ত অঞ্চল গড়ে ওঠার কারণসমূহ ঃ নিম্নলিখিত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কতিপয় অঞ্চলে অতি বিরল জনবসতি গড়ে ওঠেছে। যেমন-

১। **ভূ-প্রকৃতি ঃ** ভূ-প্রকৃতির ওপর জনবসতির ঘনত্ব বহুলাংশে নির্ভরশীল। পার্বত্য, বালুকাময়, অসমতল ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। এ কারণেই বান্দরবন, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি জেলায় জনবসতি তেমন গড়ে ওঠেনি। বান্দরবন জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৪ জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ৪৭ জন এবং খাগড়াছড়ি জেলায় ১০৭ জন লোক বাস করে। এত কম জনবসতি বাংলাদেশের অন্য কোন জেলায় নেই।

২। **মৃত্তিকা ঃ** পাহাড়িয়া অঞ্চলের অনুর্বর এবং সুন্দরবন এলাকার লবণাক্ত মাটিতে উৎপাদন লাভজনক হয় না বলে ঐসব অঞ্চলে ঘন জনবসতি গড়ে ওঠতে পারেনি।

৩। **জলবায়ু ঃ** অধিক বৃষ্টিবহুল পাহাড়িয়া অঞ্চলের জলবায়ুতে বসতি স্থাপন এবং জীবন অর্জন করা খুবই কষ্টাসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এ কারণেই বান্দরবন, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় এর সিলেট অঞ্চলের পাহাড়িয়া এলাকায় জনবসতি অতি বিরল।

৪। **যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ** যাতায়াত ব্যবস্থার ওপরও জনবসতির ঘনত্ব নির্ভর করে। বনভূমি ও বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির দরুন পাহাড়িয়া অঞ্চলে সুষ্ঠু পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতি অতি বিরল হবার এটাও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

৫। **শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ** শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির উপরও জনবসতির গড়ে ওঠা নির্ভরশীল। পাহাড়িয়া অঞ্চল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুন্নত। কাগজ, রেয়ন ও কাঠ চেরাই ছাড়া সেখানে অন্য কোন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। এ কারণেই পাহাড়িয়া এলাকায় জনবসতি বিরল।

৬। **অন্যান্য কারণসমূহ ঃ** প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ত মৃত্তিকা ও কষ্টকর জীবন প্রণালীর জন্য উপকূলীয় দ্বীপ ও চর অঞ্চলসমূহে এবং দুর্গম বনাঞ্চলে হিংস্র জীবজন্তুর অত্যাচার, অনুর্বর লবণাক্ত মৃত্তিকা প্রভৃতির কারণে সুন্দরবন সংরক্ষিত অরণ্য বলে এখানে কোন স্থায়ী বসতি নেই। সাধারণত বন বিভাগের কিছুসংখ্যক কর্মচারী, জেলে, কাঠুরিয়া ও পর্যটক এ অঞ্চলে দেখা যায়। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বিরল বসতি অঞ্চল।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

আধুনিক যুগে "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ" একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। যখন কোন দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যা অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তাকে বিস্ফোরণ নাতে অভিহিত করা হয়। মোট কথা কোন দেশের জনসংখ্যা যখন বন্যার ঢলের ন্যায় বৃদ্ধি পায় তখন তাকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বলা হয়। এ অবস্থায় জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিস্ফোরণ একই ভীতিপ্রদ শব্দ। এটি অগ্নি ও ধ্বংসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই পারমাণবিক বিস্ফোরণের ন্যায় জনসংখ্যা বিস্ফোরণও দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে বাংলাদেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের অনেক উন্নতশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, এ অস্বাভাবিক জনস্ফীতিকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে দেশ অভাব, অনটন, বেকারত্ব, দূর্নীতি (রোগ-ব্যাধি) ব্যাধি ও মৃত্যুতে ছেয়ে যায়।

পাঠ- ১৬.২.৩ ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

জনসংখ্যার বৃদ্ধি

আমরা জানি বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল দেশ। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই বেশী। জনসংখ্যার এই আধিক্যের জন্য এদেশের উন্নয়নে নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এ উপলব্ধি থেকে সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এখনও এ বিষয়ে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়নি। তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধ করতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা বিশ্লেষন করলে দেখা যায় প্রতি দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী। বিগত বিশ বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

সাল	মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধি
১৯৮১	৮,৯৯,০০০০০	
১৯৯১	১০,৮০,০০০০০	১,৮১০০০০০
২০০১	১২,৯২,০০০০০	২,১২০০০০০
২০০৪	১৩,০০,০০০০০ (প্রায়)	৮,০০,০০০ (প্রায়)

উৎস ঃ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা

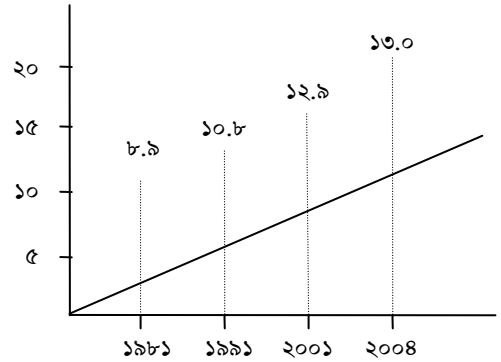

উপরের পরিসংখ্যান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে যতদিন যাচ্ছে জনসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশের আয়তন কিংবা উৎপাদন কোটিই জনসংখ্যার তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে এদেশের আবাদী জমি হ্রাস পাচ্ছে এবং জনসংখ্যা মৌলিক চাহিদাগুলো পুরন করা সম্ভব হচ্ছে না। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে আমাদের দেশে একদিকে যেমন উন্নয়ন ব্যাহত হবে অন্যদিকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রমে দেশটি বসবাসের জন্য দুরহ স্থানে পরিনত হবে। এই দিকটি বিবেচনা করে প্রখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাস ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে জনসংখ্যা বিষয়ে একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ঃ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে (২, ৪, ৮, ১৬ ...) এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে (২, ৪, ৬, ৮, ১০ .....)। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা বেশী বৃদ্ধি পায়। তাঁর মতানুসারে দেশ তখন জনবহুল দেশে পরিনত হয় এবং দেশে দূর্ভিক্ষ, মহামারি, আত্মহত্যা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি দেখা দেয়। এ গুলোকে তিনি প্রকৃতির বিধান বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন এগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই দেখা দেবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৬.২

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জনবসতির শ্রেণীবিভাগ দেখান।
২। বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চলের উপ-বিভাগ কি কি?
৩। ঘনবসতি গড়ে ওঠার কারনগুলো কি কি?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বণ্টন চিত্রসহ বর্ণনা করুন।
২। কি কি কারণে ঘনবসতি গড়ে উঠতে পারে বর্ণনা করুন।
৩। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা র্বণনা করুন।